সবুর খান
সফল শিক্ষা উদ্যোক্তার গল্প

বাংলাদেশের নব্য-উদ্যোক্তাদের অনেকের কাছেই তিনি আদর্শ-অনুকরণীয় ব্যাক্তিত্ব। আদর্শ মেনেই পাড়ি দিয়েছেন দীর্ঘ পথ। ১৯৯০ সালে মাত্র দুইটি কম্পিউটার ছিল যার ব্যবসায়ের একমাত্র মূলধন, আজ তার ব্যবসায় হয়েছে বহুমাত্রিক। তিনি দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়ী মো. সবুর খান। ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির নাম শোনেনি এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে না। অল্প সময়ের মধ্যে এই প্রতিষ্ঠানকে দেশের অন্যতম সেরা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে গড়ে তোলার পেছনের কারিগর সবুর খান। তিনি এই ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠাতা; একই সঙ্গে ড্যাফোডিল গ্রুপের চেয়ারম্যান।

চাঁদপুর জেলার বাবুরহাটে ১৯৬৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন মো. সবুর খান। সাত ভাই বোনের মধ্যে তিনি হলেন দ্বিতীয়। এত মানুষের সংসারে উপার্জনক্ষম ব্যক্তি একজনই ছিলেন তিনি সবুর খানের পিতা মো. ইউনুস খান। মা রওশন আরা ছিলেন গৃহিণী। সংসারে টানাপড়েন হয়ত ছিল তবে সেটা কখনো সবুর খানের বড় হওয়ার পথে বাধা হয়নি। পরিবারে পড়ালেখার গুরুত্ব ছিল সর্বাধিক। পড়ালেখার যেন কোনো ক্ষতি না হয় সেটিই নিশ্চিত করতেন সবুর খানের বাবা-মা।

উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত চাঁদপুরেই পড়ালেখা করেছেন। ইচ্ছে ছিল পাইলট হবেন। আকাশে উড়বেন। সে ইচ্ছে তখন অবশ্য পূরণ হয়নি। তিনি হয়েছেন বড় বড় প্রতিষ্ঠানের পাইলট। যার আকাশে শুধু সাফল্যের ওড়াউড়ি!

ভর্তি পরীক্ষায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে সুযোগ পান সবুর খান। স্কলারশিপের ব্যবস্থা হয়ে যায়। তাই জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগেই ভর্তি হন। ১৯৮৮ সালে স্নাতকোত্তর পাস করেন এখান থেকেই।

সরকারি চাকরি মানে নিশ্চিন্ত থাকার জীবন। একজন গ্র্যাজুয়েটের কাছে এটাই জীবনের কাঙ্খিত গন্তব্য। তবে কেউ কেউ নিজের গন্তব্য নিজেই ঠিক করেন। হোক সেটা অনিশ্চয়তার, হোক সেটা ঝুঁকির। তবে কাজের জায়গায় ভালবাসা থাকলে দুর্গম পথ পাড়ি দেওয়ার সাহস করাই যায়। সাহসটা অবশ্য সবুর খানের স্বভাবজাত! এই জায়গেই হয়েছেন উদ্যোক্তা।

নব্বই সনের কথা। রাজধানীর গ্রীনরোডের ১০১/এ ঠিকানায় ড্যাফোডিল কম্পিউটার্স নাম দিয়ে ব্যবসা শুরু করলেন। প্রথম পণ্য ছিলো ৮০৮৮ মডেলের দুইটি পিসি। তখন কী কেউ ভেবেছিল, গলির মোড় পেরিয়ে সবুর খান একদিন হয়ে উঠবেন শহরের অসংখ্য গলিতে বেড়ে ওঠা স্বপবাজ তরুণদের আইকন?

দেশের স্বনামধন্য ব্যবসায়ী হয়ে উঠার গল্প একদিনে তৈরি হয় না। গল্পের পেছনেও গল্প থাকে। সবুর খানও শুরুতে অসংখ্য সমস্যার কবলে

সবুর খান, চেয়ারম্যান, ড্যাফোডিল গ্রুপ

পড়েছেন। আর এটাকেই তিনি মনে করেন আজকের পর্যায়ে আসার একমাত্র রহস্য। তার মতে, বাধাগুলোই তাকে নতুন করে ভাবতে শিখাত। প্রতিবন্ধকতাকে ভয় পেলে সেটা বাড়ে। তাই তিনি বাধার মুখোমুখি হতেন তা সে যত বড়ই হোক। সবসময়ই ভিন্ন রাস্তা থাকে সমস্যা মোকাবেলার চেষ্টা করেন। সবুর খানের চিন্তাশীল মনন ও মেধা খুঁজে বের করতো সেই 'অল্টারনেটিভ অপরচুনিটিজ'। তাতে হয়ত সবসময় শত ভাগ সফল হতেন না, তবে শিখতে পারতেন নতুন কিছু।

ব্যবসায় বড় করার অংশ হিসেবে ১৯৯৩ সালে শুরু করেন আমদানি। সিঙ্গাপুর, চায়না এবং যুক্তরাষ্ট্র থেকে কম্পিউটার যন্ত্রাংশ আমদানি করতেন। সেসব দিয়েই সিডিকম ক্লোন পিসি বাজারজাত শুরু করেন দেশের বাজারে। ব্যাংক থেকে টাকা উত্তোলন করেছিলেন ব্যবসায়ের মূলধনের জন্যে। তবে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে খোয়াতে হয় অর্থগুলো। বিপদে পড়ে যান। অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েও মনোবল হারাননি। পরিচিতজনদের নিকট হতে ধারে টাকা নেন এবং বাকিতে যন্ত্রাংশ আমদানি করেন। এটা ছিল খুবই ঝুঁকিপূর্ণ কারণ এবারও তিনি ঘুরে দাঁড়াতে না পারলে টিকে থাকা খুব মুশকিল হয়ে যেত। তবে সৎ ছিলেন, কর্মঠ ছিলেন। তাই শেষ পর্যন্ত ঘুরে দাঁড়াতে সক্ষম হন। এই ঘটনা তাকে নতুনভাবে ভাবিয়েছে। তিনি এটিকে দেখেন তার দীর্ঘ-পথচলার এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে। তার মতে, কেউ সত্যিকারের বিপদে না পড়লে আসলে মানুষ চিনতে পারবে না, সবচেয়ে বড় কথা নিজেকেও চিনতে পারবে না। তাকে যে মানুষ বিশ্বাস করে অর্থ-ঋণ দিয়ে সাহায্য করবে এটিও কখনো জানতেই পারতেন না যদি না দুর্ঘটনা ঘটত।

১৯৯৪ সালে তার নেতৃত্বে 'ড্যাফোডিল কম্পিউটারস লিমিটেড' কমটেক ফেয়ারে অংশগ্রহণ করে যেটি তৎকালীন সময়ে খুবই সাড়া ফেলে। এতে করে মানুষ সবুর খানকে একজন নিষ্ঠাবান ব্যবসায়ী হিসেবে চিনতে শুরু করে। তথ্য-প্রযুক্তি শিল্পের বিস্তৃতির লক্ষ্যে ১৯৯৫ সালে ধানমন্ডির রাসেল স্কয়ারে দেশের সর্বপ্রথম কম্পিউটার সুপার-স্টোর এর যাত্রা শুরু করেন। একচেটিয়া ব্যবসা করতে থাকে এটি। তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের বাংলাদেশি প্রথম প্রতিষ্ঠান হিসেবে ১৯৯৬ সালে এই প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট চালু করেন তিনি।

তার সুপার-স্টোর ১৯৯৮ সালের আগ পর্যন্ত খুবই জনপ্রিয় ছিল সাধারণের মাঝে। তবে এর মধ্যে আগারগাঁও বিসিএস কম্পিউটার মার্কেট হওয়ার পর তার ব্যবসায়ে ধীর গতি নেমে আসে। তিনি বুঝলেন পরিবর্তনের সময় এসেছে। যদি তিনি সুপারস্টোর আঁকড়ে ধরে পড়ে থাকতেন তাহলে এই পর্যায়ে আসতে পারতেন না। ব্যবসায় কখনো আবেগ দিয়ে হয় না। তাই সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে যা নতুন এসেছে সেটাই তিনি গ্রহণ করেছেন। নতুনত্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারা ব্যবসায়ের অন্যতম সাফল্যের রহস্য বলে মনে করেন তিনি। কম্পিউটারের যন্ত্রাংশের ব্যবসায় থেকে তিনি চলে আসেন সফটওয়্যারে। সফটওয়্যার থেকে শিক্ষায় বিনিয়োগ। তার ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি এখন প্রতিষ্ঠিত। নতুন উদ্যোক্তা তৈরি, ফ্রিল্যান্সিং, আউটসোর্সিং নিয়েও কাজ চলছে।

১৯৯৮ সালে 'ড্যাফোডিল ইনস্টিটিউট অব আইটি'র যাত্রা শুরু হয় তার হাত ধরে। 'ড্যাফোডিল পিসি' নামে তার নিজস্ব ব্র্যান্ড আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করে। নিজের ব্র্যান্ড নিয়ে হাজির হন বিভিন্ন আইসিটি মেলায় যা ব্যাপক সাড়া ফেলে। বাংলাদেশের প্রথম আইসিটি কোম্পানি হিসেবে তার প্রতিষ্ঠান আইএসও (ISO) সনদ লাভ করে।

ধীরে ধীরে বড় হয় সবুর খানের রাজ্য! তৈরি করেন ড্যাফোডিল গ্রুপ। যার অধীনে রয়েছে ড্যাফোডিল কম্পিউটারস, ড্যাফোডিল পিসি, ড্যাফোডিল অনলাইন, ড্যাফোডিল মাল্টিমিডিয়া, ড্যাফোডিল সফটওয়্যার, ড্যাফোডিল আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়, ড্যাফোডিল আন্তর্জাতিক কলেজ, ড্যাফোডিল আন্তর্জাতিক স্কুল, ড্যাফোডিল ইনস্টিটিউট অব আইটি, বাংলাদেশ স্কিল ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট, ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল প্রফেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, মাই কিডস, জবসবিডি ডট কম, কম্পিউটার ক্লিনিক, ডলফিন কম্পিউটার্স লিমিটেড, ড্যাফোডিল ওয়েব অ্যান্ড ই-কমার্স প্রভৃতি। বিপুল সংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে তার ড্যাফোডিল গ্রুপের মাধ্যমে।

কাজ করেছেন একজন আদর্শ সংগঠক হিসেবেও। তথ্যপ্রযুক্তি খাতের আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলোর জোট 'ওয়ার্ল্ড ইনফরমেশন টেকনোলজি সার্ভিস এসোসিয়েশন' এর পরিচালক হয়েছেন। গ্লোবাল ট্রেড কমিটির চেয়ারম্যানও নির্বাচিত হয়েছিলেন। এছাড়া ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন ২০১৩ সালে।

২০০২ সালে দেশের শীর্ষস্থানীয় আইটি সংগঠন 'বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি'র সাধারণ নির্বাচনে তিনি সভাপতি নির্বাচিত হন। একই বছর প্রধানমন্ত্রীর তথ্যপ্রযুক্তি টাস্কফোর্স এর সদস্য হিসেবেও কাজ করেন তিনি।

গুণী এই উদ্যোক্তা তার কাজের স্বীকৃতি পেয়েছেন অসংখ্য। এখনো পাচ্ছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে অমর একুশে স্বর্ণ পদক (২০০০), সাউথইস্ট ব্যাংক দ্যা ইন্ডাস্ট্রি পুরস্কার (২০০১), বেস্ট আইটি পুরস্কার (২০০২), স্বাধীনতা ফোরাম পুরস্কার (২০০২), ফাইন্যান্সিয়াল মিরর বিজনেস পুরস্কার (২০০২), বেস্ট পার্সোনালিটি পুরস্কার (২০০৪), ওয়ার্ল্ড হিউম্যান রাইটস্ পদক (২০০৫), ওয়ার্ল্ড কোয়ালিটি কমিটমেন্ট স্বর্ণ পদক (২০১০), লিডারশিপ পুরস্কার (২০১৩), ওয়ার্ল্ড এডুকেশন কংগ্রেস গ্লোবাল পুরস্কার (২০১৩) এশিয়ান মোস্ট ইন্সপাইরিং নেশন বিল্ডার অ্যাওয়ার্ড (২০১৩)!

সম্প্রতি ফিলিপাইনের প্যানফ্যাসিফিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে বক্তব্য দিয়েছেন সফল ব্যক্তিত্ব মো. সবুর খান। গত বছরের ১৬ এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয়টির ২৩তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সমাবর্তন বক্তা হিসেবে প্রায় ৩ হাজার স্নাতক শিক্ষার্থীর সামনে অনুপ্রেরণাদায়ী বক্তব্য প্রদান করেন এই গুণী ব্যবসায়ী।

স্বপ্নের মতোই এক যাত্রা বলতে হয়। এত অর্জনের পরও থেমে নেই পথচলা। বর্তমানে নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টির প্রজেক্টসহ সামাজিক বিভিন্ন কাজে অংশ নিচ্ছেন। সবুর খানের মতো কেউ হতে চাইলে কী করতে হবে? তার মতে, কিছু অর্জন করতে চাইলে প্রথমে কষ্ট স্বীকার করার মানসিকতা থাকতে হবে। বড় হতে চাইলে প্রথমেই মেনে নিতে এখানে সফলতার সংক্ষিপ্ত কোনো রাস্তা নেই। পরিশ্রম, একাগ্রতা, সততা দিয়ে নিরলসভাবে কাজ করলে সাফল্য আসবেই।

সাক্ষাৎকার

বিশ্ববিদ্যালয় পরিক্রমা : বাংলাদেশের ব্যবসায়িক অঙ্গনে একজন সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী বা সফল উদ্যোক্তা হিসেবে আপনার অবস্থান অত্যন্ত ঈর্ষণীয়। বর্তমান এই অবস্থানে আপনার উঠে আসার যে প্রেক্ষাপট- সে সম্পর্কে প্রথমেই কিছু জানতে চাইছি?

সবুর খান : ১৯৯০ সালে শুরু করেছিলাম ১০১/এ, গ্রিন রোডে, ছোট্ট পরিসরে। সেখানেই ড্যাফোডিল কম্পিউটার্সের শুরু। তখন আমি জানতাম না আজ আমি এখানে এসে পৌঁছব। একজন উদ্যোক্তা সব সময়ই নতুন নতুন পরিকল্পনা করেন। আমিও করেছি। নতুন নতুন পরিকল্পনা করতে গিয়ে অনেক প্রতিবন্ধকতার মুখে পড়েছি। সেসব প্রতিবন্ধকতা জয় করেই সামনে এগিয়েছি। আমি মনে করি, প্রতিবন্ধকতা জয় করতে পারাটা আমার জীবনের একটি বড় সফলতা। মূলত সাফল্যের কারণই হলো প্রতিবন্ধকতা। কারণ একটি প্রতিবন্ধকতা জয় করতে গিয়ে আমি অনেক কিছু শিখেছি। আমি প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হয়েছি, কিন্তু কখনও বাইপাস করিনি। দেখা গেছে, একটা সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে 'অল্টারনেটিভ অপারচুনিটিজ বের হয়ে গেছে। যেহেতু বাইপাস করিনি তাই অল্টারনেটিভ অপারচুনিটিজ ব্যবহার করে সে পথে গিয়ে সাফল্য পেয়েছি।

বিশ্ববিদ্যালয় পরিক্রমা : বাংলাদেশের প্রযুক্তি খাতে স্বনামধন্য একটি ব্র্যান্ড হিসেবে ড্যাফোডিল এখন সুখ্যাত একটি নাম। এই প্রতিষ্ঠানকে বর্তমান পর্যায়ে নিয়ে আসা এবং শীর্ষ নির্বাহী হিসেবে দায়িত্ব পালনের যে বর্ণাঢ্য ইতিহাস- এটিকে কী ভাবে বিশ্লেষণ করবেন?

সবুর খান : ১৯৯৮, '৯৯ সালে আমি এ দেশে বিশ্বখ্যাত কম্পিউটার ব্র্যান্ডগুলোর প্রতিনিধিত্ব করেছি। সে সময় লোকাল ব্র্যান্ড পিসি বাজারজাত করতে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি। এ কারণে আমি সব ব্র্যান্ড ছেড়ে দিই। কারণ ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ডগুলো আমাদের ঘাড়ে পা রেখে তাদের স্বার্থ হাসিল করছিল। তারা আমাদের স্বার্থের দিকে তাকাচ্ছিল না। ২০০০ সালের দিকে আমি যদি এইচপি, মাইক্রোসফট-সহ বড় বড় কোম্পানিকে ছেড়ে না দিতাম তাহলে আমি আজকের এ অবস্থানে আসতে পারতাম না।

বিশ্ববিদ্যালয় পরিক্রমা : একজন সফল উদ্যোক্তা ও প্রশাসক হিসেবে আপনি ঢাকা চেম্বারের মতো মর্যাদাসম্পন্ন ব্যবসায়ী সংগঠনের প্রেসিডেন্ট হিসেবে নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং দেশব্যপী নতুন উদ্যোক্তা তৈরির পথিকৃৎ হিসেবে গুরু দায়িত্ব পালন করেছেন। আপনার এসকল অভিজ্ঞতা যদি পাঠকদের কাছে তুলে ধরেন।

সবুর খান : ঢাকা চেম্বারের নেতৃত্বে থাকার সময় আমি উদ্যোক্তা তৈরির প্রকল্প গ্রহণ করি। এ বিষয়ে আমার আগ্রহের কথা জেনে বাংলাদেশ ব্যাংকের তৎকালীন গভর্নরও আগ্রহ প্রকাশ করেন। তিনি ১০০ কোটি টাকার একটি তহবিলও তৈরি করে দেন। তাতে ৩৯টি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান যুক্ত হয়। আমি ২ হাজার উদ্যোক্তা তৈরির প্রকল্প হাতে নিয়েছিলাম।

বিশ্ববিদ্যালয় পরিক্রমা : আপনার কী মনে হয়- প্রেসিডেন্ট হিসেবে ঢাকা চেম্বারের দায়িত্ব পালনকালীন যে প্রত্যাশা বা স্বপ্ন দু'চোখ ভরে দেখেছিলেন, সেটিকে বাস্তবে রূপ দিতে সক্ষম হয়েছেন?

সবুর খান : যেকোনো স্বপ্ন পূরণ করতে দীর্ঘমেয়াদি পরিশ্রম লাগে। সঙ্গে সঠিক পরিকল্পনা থাকতে হয়। আমি নানাভাবে চেষ্টা করছি দেশে উদ্যোক্তা তৈরি করতে। এখনও আমার চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এজন্য ড্যাফোডিল ইউনিভার্সিটিতে এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ বিভাগ খুলেছি। আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা যাতে উদ্যোক্তা সম্পর্কে কার্যকরী জ্ঞানলাভ করতে পারে এবং পরবর্তীতে নিজেরাই বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়ে সফল হতে পারে সেজন্যই এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ বিভাগ খোলা হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ ভেঞ্চার ক্যাপিটাল নামে একটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেও তরুণ উদ্যোক্তাদের সহযোগিতা করছি। এ পর্যন্ত এই ভেঞ্চার কোম্পানি ৮টি কোম্পানিকে অর্থায়ন করেছে। ১ হাজার ২০০ জনকে প্রশিক্ষণ দিয়েছি।

বিশ্ববিদ্যালয় পরিক্রমা : বিশ্বায়নের এই যুগে দেশের নবীন উদ্যোক্তাদের টিকে থাকতে বা তাদের অবস্থানকে আরও সুদৃঢ় ও সুসংহত করতে আপনার ব্যক্তিগত পরামর্শ কী?

সবুর খান : এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, আমাদের সমাজ এবং আমাদের মানসিকতা এখনও উদ্যোক্তাবান্ধব নয়। তাই উদ্যোক্তা হতে হলে নানা প্রতিকূলতার মুখোমুখি হতে হবে। এসব প্রতিকূলতার সামনে পরাজিত হওয়া চলবে না। সফল হওয়ার অদম্য ইচ্ছা থাকতে হবে। আর কঠোর পরিশ্রমের মানসিকতা থাকতে হবে। চোখ-কান খোলা রেখে চারপাশ দেখতে হবে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আপডেটেড থাকতে হবে। মানুষের রুচি এবং চাহিদা বুঝতে হবে। তাহলেই উদ্যোক্তা হিসেবে সফল হওয়া সম্ভব বলে আমি মনে করি।

বিশ্ববিদ্যালয় পরিক্রমা : দেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা তথা প্রযুক্তি খাতের শিক্ষা বিস্তারেও আপনার ভূমিকা অতুলনীয়। এ বিষয়ে আপনার মূল্যায়ন কী? বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রযুক্তি খাতের ভূমিকা কতটুকু?

সবুর খান : তথ্য প্রযুক্তির ব্যাপক উৎকর্ষের কারণে সারা পৃথিবী এখন গ্লোবাল ভিলেজে পরিণত হয়েছে। বিশ্বায়ন এবং তথ্য প্রযুক্তির প্রসারের ফলে

মানুষের জীবন ধারায় আমুল পরিবর্তন এসেছে। পাল্টে গেছে মানুষের জীবন ও জীবিকার চিত্র। তথ্য প্রযুক্তির কল্যাণে সমগ্র পৃথিবী এখন মানুষের হাতের মুঠোয়। একবিংশ শতাব্দীর এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আমাদের নতুন নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ করতে হবে।

একইসঙ্গে মনে রাখতে হবে, শিক্ষা ছাড়া কোনো জাতির ইতিবাচক পরিবর্তন সম্ভব নয়। আমরা বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর দিকে তাকালে দেখতে পাব, যে দেশ যত বেশি উন্নত সেই দেশ তত বেশি শিক্ষা খাতে বিনিয়োগ করেছে। তাই আমি শিক্ষা আর প্রযুক্তির মধ্যে মেলবন্ধন ঘটানোর চেষ্টা করেছি। আমার মনে হয়, শিক্ষা আর প্রযুক্তির হাত ধরেই আমাদের দেশ সামনে এগিয়ে যাবে।

বিশ্ববিদ্যালয় পরিক্রমা : দেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে অন্যতম একজন নীতি নির্ধারক আপনি। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তথা নবীন শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে আপনার পরামর্শ কী?

সবুর খান : শুধু সার্টিফিকেট অর্জন নয়, আদর্শ মানুষ হতে হলে সত্যিকারের জ্ঞানার্জন করতে হবে। সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের বর্তমান তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষার পাশাপাশি বেশি করে এক্সট্রাকারিকুলাম একটিভিটিজের সঙ্গে জড়িত হতে হবে। শিক্ষার্থীদের উচিত শিক্ষক ও অভিভাবকদের নির্দেশনা মেনে চলা। একথা সত্যি যে, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় নানা ধরনের গলদ রয়েছে। আমাদের রাষ্ট্র এখনো যুগোপোযুগী শিক্ষা প্রবর্তন করতে পারেনি। শিক্ষাক্ষেত্রে পর্যাপ্ত বাজেট পওয়া যায় না। তবে এসব সমস্যা সমাধানের চেষ্টা অব্যাহত আছে। শিক্ষাক্ষেত্রে দ্রুত বদল ঘটছে। আমি বিশ্বাস করি, আমাদের মেধাবী শিক্ষার্থীদের হাত ধরেই দেশ উন্নত হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় পরিক্রমা : আপনারাই প্রথম ড্যাফোডিল বিশ্ববিদ্যালয়ে রিয়েল এস্টেট নামে আলাদা একটি বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং সফলতার সঙ্গে সেটিকে এগিয়েও নিচ্ছেন। এক্ষেত্রে আপনাদের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য কী?

সবুর খান : আপনারা জানেন যে, ড্যাফোডিল বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের শিক্ষার উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলছে এবং এই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সবসময় বাজারের চাহিদা এবং যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বিভিন্ন বিভাগ চালু করে আসছে। এক্ষেত্রে ২০০৮ সালে আমরা সর্বপ্রথম রিয়েল এস্টেট বিভাগ নামে একটি সম্পূর্ণ নতুন কর্মোপযোগী বিভাগ চালু করেছি এবং এই বিভাগ আজ নয় বছর ধরে রিয়েল এস্টেট বিষয়ের উপর ছাত্রছাত্রীদেরকে অত্যন্ত মান বজায় রেখে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। এই বিভাগ থেকে যে সকল ছাত্রছাত্রী পড়াশুনা করে ডিগ্রি নিয়ে বের হচ্ছে তারা খুব সহজেই দেশে এবং দেশের বাহিরে চাকুরী পেয়ে যাচ্ছে। চাকুরী করা ছাড়াও এই বিভাগের অনেক ছাত্রছাত্রী রিয়েল এস্টেট উদ্যোক্তা ও পরামর্শক হিসেবে দেশে এবং দেশের বাহিরে সফলতার সঙ্গে তাদেরকে ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে।

বাংলাদেশ একটি অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। এই দেশে ভূমির স্বল্পতা রয়েছে। প্রতিবছর ভূমির

পরিমাণ বিভিন্ন কারণে কমে যাচ্ছে এবং অনেক ক্ষেত্রে ভূমির ব্যবহার সঠিকভাবে হচ্ছে না। এছাড়াও ভূমি ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন সম্পর্কে পরিষ্কার জ্ঞান না থাকার জন্য অনেক ক্ষেত্রেই মামলা-মোকদ্দমা সহ বিভিন্ন ধরনের ঝামেলার সৃষ্টি হচ্ছে। এক্ষেত্রে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের রিয়েল এস্টেট বিষয়ের উপর ছাত্রছাত্রীদেরকে শিক্ষা প্রদান করা ছাড়াও বিভিন্ন সভা, সম্মেলন, কর্মশালা ও পথসভার মাধ্যমে দেশের আপামর জনসাধারণকে ভূমি এবং ভূমি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সচেতন করে আসছে।

বাংলাদেশে রিয়েল এস্টেট সেক্টর ও এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দুইশত উনসত্তরটা কলকারখানাতে দক্ষ ও অভিজ্ঞ কর্মীর সংকট রয়েছে। তাই আমাদের ভবিষ্যৎ লক্ষ হচ্ছে ছাত্রছাত্রীদেরকে রিয়েল এস্টেট বিষয়ের উপর উচ্চতর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে রিয়েল এস্টেট খাত ও এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কলকারখানা ও ব্যবসা বাণিজ্য সমূহ উন্নয়নের ক্ষেত্রে যথাযথ ভূমিকা পালন করা।

বিশ্ববিদ্যালয় পরিক্রমা : একজন সফল উদ্যোক্তা হিসেবে খ্যাতনামা অনেকগুলো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার পাশাপাশি ভিন্নধর্মী যে সকল কার্যক্রমসমূহের সঙ্গে আপনার ব্যক্তিগত সম্পৃক্ততা রয়েছে সেগুলোকে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করবেন এবং আপনার ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা কী- সেটি তুলে ধরবেন?

সবুর খান : সামাজিক দায়বদ্ধতা রয়েছে প্রতিটি মানুষের। সে দায়বদ্ধতা থেকে আমি ড্যাফোডিল ফাউন্ডেশন নামে একটি সংস্থা চালাই যার মাধ্যমে সুবিধা বঞ্চিত অথচ মেধাবী শিক্ষার্থীদেরকে বিভিন্ন প্রকার সহায়তা করে থাকি যাতে কারে এসব ছেলেমেয়েরা একদিন সমাজে পরিচয় নিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে। সামাজিক বোঝায় রূপান্তরিত না হয়ে তারা সম্পদে পরিণত হয়। 'জীবিকা প্রকল্প' নামে একটি কর্মসূচির মাধ্যমে স্থায়ীভাবে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে পাঁচ শতাধিক পরিবারকে সহায়তা করে যাচ্ছি। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ও প্রবীণদের দু'টি প্রকল্পে আমি সম্পৃক্ত। তরুণ উদ্যোক্তা তৈরিতে কয়েকটি প্রকল্প পরিচালনা করে আসছি। এছাড়া আমি দেশের ইতিহাস ঐতিহ্য যথাযথভাবে রক্ষার একটি কর্মসূচিসহ স্কাউটিং এর সঙ্গে জড়িত।

বিশ্ববিদ্যালয় পরিক্রমা : আগামীর বাংলাদেশকে আপনি কীভাবে দেখতে চান। এদেশের স্বপ্নকামী লাখোকোটি মানুষের উদ্দেশ্যে আপনার বক্তব্য কী?

সবুর খান : অপার সম্ভাবনার দেশ বাংলাদেশ। বিপুল জনগোষ্ঠীকে যথাযথভাবে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও প্রেরণা দিয়ে গড়ে তুললে এরা হবে জনসম্পদ। তরুণ জনগোষ্ঠীকে বিপথগামিতার হাত থেকে বাঁচাতে হলে তাদের সঙ্গে মিশতে হবে, তাদেরকে কাজে লাগাতে হবে। আমি বাংলাদেশকে স্বনির্ভর, সম্ভবনাময়, স্বাবলম্বী ও অন্যান্য দেশের জন্য রোল মডেল হিসেবে দেখতে চাই।

সবার উদ্দেশ্যে বলতে চাই, স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য চাই সঠিক কর্মপন্থা, চাই সময়ের যথাযথ ব্যবহার, চাই মানুষের আস্থা অর্জন, চাই প্রযুক্তির ব্যবহার। আমরা পজিটিভ থাকব। হতাশা জীবনীশক্তিকে ব্যাহত করে। শূন্য থেকে সমুদ্রের মত বিশালতার জন্ম হয়। আমরাও আমাদের ছোট্ট সম্ভাবনাকে কর্মপন্থা, সততা ও পরিশ্রমের মাধ্যমে বাড়িয়ে তুলব বহুগুণ। আমরা সামনের দিকে তাকাতে চাই, যেখানে থাকবে শুধু সাফল্য ও সম্ভাবনা।